গ্রামীণ ভারতে বর্ণ, শ্রেণী এবং লিঙ্গ বৈষম্য

লিখেছেন: বিকাশ রাওয়াল
লেখার তারিখ: মে 2014
সংস্থাগুলি: জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (ইন্ডিয়া) (জেএনইউ) , অ্যাসোসিয়েশনের অবদান à l'Amélioration de la Gouvernance de la Terre, de l'Eau et des Resources naturelles (AGTER)
নথির ধরন: গবেষণাপত্র

1। পরিচিতি

ভারত বিশাল বৈষম্যের দেশ। এটা বলা জরুরী কারণ ভারতের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আলোচনায় এই সত্যটিকে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সাহিত্যে, ভারতকে সাধারণত নিম্ন বা মাঝারি মাত্রার বৈষম্য সহ একটি স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এটি একটি পৌরাণিক কাহিনী যা আমাদের শুরুতেই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ভারতের রাজ্যটি অত্যাধুনিক পরিসংখ্যান তৈরির শিল্পে আয়ত্ত করেছে যা জাল, এবং এটি এই পৌরাণিক কাহিনী তৈরিতে অবদান রেখেছে, সামান্য উপায়ে নয়।

এই নিবন্ধে, আমি তিনটি সহজ পয়েন্ট হাইলাইট করতে সক্ষম হবেন আশা করি। প্রথমত, ভারত এমন একটি দেশ যেখানে সমসাময়িক সময়ে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অবিশ্বাস্য অনুপাত গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয়ত, বৈষম্যের বিভাজন রেখা শ্রেণী, জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে আঁকা হয়েছে। এবং পরিশেষে, যে শ্রেণী, বর্ণ এবং লিঙ্গের এই বিভাজন রেখাগুলি টানা

নথির সূত্র: পুরু দীর্ঘস্থায়ী পেইন্ট, একে অপরের সাথে কোন তুচ্ছ উপায়ে ওভারল্যাপ নয়। ফলস্বরূপ, সবচেয়ে বঞ্চিত তারা যারা ত্রিগুণ বোঝা বহন করে: ভূমিহীন হওয়া, একটি সুবিধাবঞ্চিত সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং নারী হওয়া।

আমি ভূমিতে প্রবেশের বৈষম্য, আয়ের বৈষম্য এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অসমতার উপর আলোকপাত করব। এগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য, আমি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় তিন দশক ধরে গ্রামীণ সমীক্ষার সরকারি পরিসংখ্যান, চিত্র এবং পরিসংখ্যান ছাড়াও ব্যবহার করব। 2006 এবং 2012-এর মধ্যে, ভি কে রামচন্দ্রন এবং আমি যৌথভাবে ভারতে কৃষি সম্পর্কের প্রকল্পের সমন্বয় সাধন করেছি, যার অংশ হিসাবে আমরা প্রতি বছর একটি বা দুটি রাজ্যে নির্বাচিত গ্রামগুলি জরিপ করেছি। মোট, প্রকল্পটি নয়টি রাজ্য এবং 21টি গ্রামকে কভার করেছে। এই সমীক্ষাগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি পরিস্থিতির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছে এবং বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের বোঝার উপর একটি মৌলিক প্রভাব ফেলেছে [Agrarianstudies.org/category/publications/socio-economic-surveys-series/ দেখুন]

আমি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর উল্লেখ করতে ব্যবহার করব এমন প্রারম্ভিক পদগুলিতে ব্যাখ্যা করতে হবে। যদিও সাধারণত ভারতে ব্যবহৃত হয়, এই পদগুলি আন্তর্জাতিক পাঠকদের কাছে অপরিচিত হতে পারে। আমি দলিত শব্দটি ব্যবহার করব (যা মোটামুটিভাবে নিপীড়িত হিসাবে অনুবাদ করে) সেই জাতিগুলিকে বোঝাতে যা ঐতিহাসিকভাবে হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থায় অস্পৃশ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এবং এখন ইতিবাচক পদক্ষেপের উদ্দেশ্যে ভারতের সংবিধানে তফসিলি জাতি হিসাবে চিহ্নিত। *আদিবাসী* শব্দটি আদিবাসী উপজাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদের বোঝায়, ভারতের সংবিধানে তফসিলি উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত। উপরন্তু, গ্রামীণ ভারতের বেশিরভাগ অংশে, মুসলমানরা অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত এবং সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার গোষ্ঠী (*সাচার এট আল।, 2006*)। আমি *দলিত* , *আদিবাসী* এবং মুসলমান ছাড়া অন্য সকল সামাজিক গোষ্ঠীকে "অন্যান্য জাতি" হিসাবে উল্লেখ করব। এই বর্ণগুলির মধ্যে বর্ণহিন্দুদের পাশাপাশি, কয়েকটি অধ্যয়ন গ্রামে, জৈন এবং শিখ ধর্মের উচ্চ বর্ণ অন্তর্ভুক্ত।

2. জমি

যে কোনো দেশের মধ্যে ভারতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভূমি সংস্কার আইন রয়েছে। ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যে, ভূমি সংস্কার আইনগুলি জমির পরিমাণের উপর একটি সর্বোচ্চ সীমা আরোপ করে - 12 থেকে প্রায় 70 একর জমির মধ্যে জমি এবং রাজ্যের প্রকারের উপর নির্ভর করে - যা একটি পরিবারের মালিক হতে পারে এবং সেই সাথে অসুরক্ষিত ভাড়াটে বিধিনিষেধ আরোপ করে। এই আইনগুলি, তবে, শুধুমাত্র তিনটি রাজ্যে গুরুত্ব সহকারে প্রয়োগ করা হয়েছে - পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এবং ত্রিপুরা - যেগুলি দীর্ঘ সময় ধরে বামদের নেতৃত্বে সরকার ছিল [পশ্চিমবঙ্গে, একটি রাজ্য যেখানে বামদের দ্বারা বাস্তবায়িত ভূমি সংস্কারের কর্মসূচি ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের যে কোনো স্থানে বাস্তবায়িত সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী ভূমি সংস্কারগুলির মধ্যে, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে অর্জিত লাভগুলি রাজ্যে 2009 সালের নির্বাচনে বাম দলগুলি হেরে যাওয়ার পরে গুরুতর হুমকির মুখে পড়েছে।] বাকি রাজ্যগুলিতে, ভূমি সংস্কার আইনগুলি কেবল কাগজে রয়ে গেছে এবং নিয়মিতভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে [বেশিরভাগ রাজ্যে ভূমি সংস্কারের বাস্তবায়ন মূলত রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাবের কারণে দুর্বল ছিল। ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়নে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব, আইনের ফাঁকফোকর এবং রাজনৈতিক, নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অনাগ্রহই ছিল বেশিরভাগ রাজ্যে ভূমি সংস্কার আইনের গুরুতর প্রয়োগের অভাবের প্রধান

চ্যালেঞ্জ

- ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ অ্যাক্সেস অপ্টিমাইজ করুন
- ব্যক্তি অধিকার (নারী, পুরুষ এবং শিশু)
- নারী অধিকার, লিঙ্গ বৈষম্য মোকাবেলা

ভৌগলিক অবস্থান

- ভারত

আরো দেখুন

- গ্রামীণ ভারতে জাত, শ্রেণী এবং লিঙ্গ বৈষম্য। বিকাশ রাওয়ালের সম্মেলন

সংস্থাগুলি

কারণ (অপু, 1996 দেখুন)।]। যাইহোক, সংবিধি পুস্তকে এই আইনগুলির অস্তিত্বের কারণে, সিলিং উদ্বৃত্ত জমি এবং অসুরক্ষিত প্রজাস্বত্বের ঘটনাগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবে সরকারী জরিপ এবং ভূমি রেকর্ডে গোপন করা হয়। বুদ্ধিদীপ্ত উপায়গুলির একটি সংকলন যার সাথে এটি করা হয়েছে একটি অবিশ্বাস্যভাবে আকর্ষণীয় বইয়ের বিষয় হতে পারে।

বিভিন্ন কারণে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বৃহৎ জমির মালিকদের দ্বারা প্রকৃত জমির মালিকানা এবং প্রজাস্বত্বের তথ্য দমন করা, গ্রামীণ ভারতে জমির মালিকানা এবং কার্যক্রমের সরকারি পরিসংখ্যান অত্যন্ত দুর্বল। তারা ভূমিহীনতাকে অবমূল্যায়ন করে এবং প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়, বৃহৎ জমির অস্তিত্বের পাশাপাশি অসুরক্ষিত প্রজাস্বত্বের অধীনে যে কোনো চাষাবাদ।

সরকারী জরিপ থেকে ভূমিহীনতার অনুমান কিছু সতর্ক সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে। যখন এটি করা হয়, এমনকি সরকারী পরিসংখ্যান দেখায় যে ভারতের 40 শতাংশেরও বেশি গ্রামীণ পরিবারের কোনো কৃষি জমির মালিকানা নেই বা পরিচালনা করে না (*রাওয়াল, 2008, 2013*)। এই পরিবারগুলির বেশিরভাগই খামারে এবং খামারের বাইরে কায়িক মজুরির উপর নির্ভরশীল।

বিপরীতে, বৃহৎ জমি ধারণের ঘটনা এবং প্রজাস্বত্বের ঘটনাগুলির উপর, কোন নির্ভরযোগ্য জাতীয় পরিসংখ্যান নেই। এই দুটি দিক সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব প্রায়শই দুটি দাবি করার জন্য ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা মিথ্যা এবং অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

প্রথম দাবিটি হল, জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের সাথে, জমির মালিকানা এমনভাবে বিভক্ত করা হয়েছে যে গ্রামীণ ভারতে আজ কোন বড় জমির মালিক নেই।

আমরা 2005 থেকে 2012 সালের মধ্যে ভারতের আটটি রাজ্য জুড়ে যে গ্রামে জরিপ করেছি, সেখানে বৃহত্তম জমির মালিকদের 33 থেকে 450 একর জমি ছিল। আমাদের তিনটি অধ্যয়ন গ্রামের প্রত্যেকটিতে 150 একরের বেশি জমির মালিক ছিলেন। মাত্র দুটি গ্রামে - উভয় রাজ্যেই পশ্চিমবঙ্গ, একটি রাজ্য যেখানে একটি বাম সরকার দ্বারা বৃহৎ আকারের ভূমি সংস্কার বাস্তবায়িত হয়েছিল - আমরা কোনো বড় জমির মালিক খুঁজে পাইনি। পশ্চিমবঙ্গের এই দুটি গ্রাম ব্যতীত অন্য প্রতিটি গ্রামে, এমন পরিবার ছিল যাদের জমিতে সংবিধিবদ্ধ সিলিং থেকে যথেষ্ট বেশি জমি ছিল।

দ্বিতীয় দাবি যা প্রায়শই করা হয় কিন্তু মিথ্যা তা হল প্রজাস্বত্বের ঘটনা - বিশেষ করে, ভূমিহীন ভাগচাষীরা বড় জমির মালিকদের মালিকানাধীন জমি চাষ করে - নগণ্য মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। এবং এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে আমি পূর্ববর্তী পয়েন্টের কারণে যে, যেহেতু কোন বড় জমির মালিক নেই, তাই যারা জমির মালিক তারা সবাই নিজেরাই চাষ করে। সমসাময়িক ভারতের কৃষি পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণ বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে হতে পারে। আসল ব্যাখ্যা হল, যেহেতু অসুরক্ষিত প্রজাস্বত্বের বিরুদ্ধে আইন রয়েছে, তাই বড় জমির মালিক যারা ভাগচাষীদের জমি ইজারা দেয় এবং তাদের নির্দেশে, ভাগচাষীরা, সরকারী রেকর্ড বা জরিপে ভাগাভাগি নিবন্ধন করে না।

বাস্তবে, অনিরাপদ টেন্যান্সির ঘটনা যথেষ্ট, এবং এই ধরনের প্রজাস্বত্ব চুক্তি সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত এবং অত্যন্ত নিপীড়নমূলক। 2005 থেকে 2010 সালের মধ্যে আমরা যে এগারোটি গ্রামে অধ্যয়ন করেছি, গড়ে প্রায় 20 শতাংশ পরিবারের কর্মক্ষম ধারণ ক্ষমতার অধীনে চাষ করা হয়েছিল। এই গ্রামের কয়েকটি থেকে আমি আপনাকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশের একটি গ্রামে অনন্তভারম, 65 শতাংশ চাষীরা ভাড়াটে ছিলেন, সমস্ত চাষের জমি গ্রামের অন্যান্য জমির মালিকদের কাছ থেকে অনানুষ্ঠানিক চুক্তির অধীনে ইজারা নেওয়া হয়েছিল এবং তারা তাদের চাষ করা মূল ধানের ফসলের 85 শতাংশ পর্যন্ত অর্থ প্রদান করেছিল। ভাড়া হিসাবে (*রামচন্দ্রন এট আল।, 2010*)। উত্তর প্রদেশের উত্তর প্রদেশের একটি গ্রামে হারেভলিতে, প্রায় 26.9 শতাংশ জমি কয়েক বছর ধরে অনানুষ্ঠানিক প্রজাস্বত্ব চুক্তির অধীনে চাষ করা হয়েছিল। যে সকল ভাগচাষিরা ভেজা মৌসুমে ধান চাষ করেছিল তাদের চাষের জন্য জমি পাওয়ার জন্য জমির মালিকদের অবৈতনিক শ্রম পরিষেবা প্রদান করতে হয়েছিল (*রাওয়াল, 2009*)। হরিয়ানার একটি গ্রামে, সিরিস নামক ভাগচাষী-কাম-খামারের চাকররা তাদের চাষ করা জমি থেকে ফসলের একটি ক্ষুদ্র অংশ (এক পঞ্চম থেকে এক দ্বাদশ ভাগের মধ্যে) পেতেন, তাদের দাসত্বে রাখা হয়েছিল, প্রায়শই শারীরিকভাবে বন্দী করা হয়েছিল এবং অধীনস্থ ছিল। সবচেয়ে খারাপ ধরনের সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন এবং অপব্যবহার (*রাওয়াল, 2006*)।

ভারতে ভূমি সম্পর্কের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে অস্পৃশ্য জাতি (এখন থেকে দলিত, যার অর্থ নিপীড়িত, বর্ণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অন্তর্গত ব্যক্তিদের ঐতিহাসিকভাবে হিন্দু প্রথাগত আইনের অধীনে জমির মালিকানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যদিও সংবিধানের অধীনে অবৈধ, *দলিত* এবং অন্যান্য অনগ্রসর সামাজিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জমির বাজারে বৈষম্য ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যানের পাশাপাশি সমস্ত গ্রাম সমীক্ষার তথ্য *দলিত* এবং বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে জমির মালিকানায় অব্যাহত বৈষম্য দেখায়। কয়েকটি উদাহরণ দিতে: অনন্তভারম (উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ), 24 শতাংশ দলিত পরিবারের কিছু কৃষি জমির মালিকানা ছিল যখন বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে এই অনুপাত ছিল 58 শতাংশ। গুলাবেওয়ালায় (রাজস্থান), মাত্র ৩ শতাংশ দলিত পরিবারের কিছু কৃষি জমির মালিকানা ছিল যখন *জাট শিখ* পরিবারের মধ্যে এই অনুপাত ছিল ৮৫ শতাংশ। ওয়ারওয়াট খান্ডেরাও-তে, 58 শতাংশ দলিত পরিবারের কিছু কৃষি

জমির মালিকানা ছিল, যেখানে বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে এই অনুপাত ছিল 78 শতাংশ (*বকশী, 2018; রামচন্দ্রন এবং স্বামীনাথন*)। এই বৈষম্য প্রায় প্রতিটি গ্রামেই দেখা যায়। আমি বিশেষভাবে ভারতে অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকগুলিতে বর্ণবৈষম্যের উৎপত্তি এবং ধারাবাহিকতার বিষয়ে সুখদেও থোরাটের লেখার দিকে ইঙ্গিত করতে চাই (উদাহরণস্বরূপ, *থোরাট, 2009* ; *থোরাট এবং নিউম্যান, 2012* দেখুন)।

অবশেষে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, জমির মালিকানা, নিয়ন্ত্রিত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষদের (দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, *আগরওয়াল, 1988, 1994* ; *রাও, 2008* ; *রাও এবং রূপ, 1997*)। কেবলমাত্র সেই রাজ্যগুলিতেই বাম-নেতৃত্বাধীন সরকার রয়েছে যেখানে মহিলাদের নামে জমির শিরোনাম দেওয়ার জন্য ভূমি পুনর্বণ্টন কর্মসূচি ব্যবহার করার একটি গুরুতর প্রচেষ্টা করা হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে বা তাদের স্বামীদের সাথে যৌথভাবে।

গ্রামীণ ভারতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ভূমি অব্যাহত রয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূলে রয়েছে জমির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ। ভূস্বামী, যাদের চরিত্র সারা দেশে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়, তারাও গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান কাজ করে চলেছে। তারা ভোট সংগ্রহ করে, গ্রাম-স্তরের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে (উদাহরণস্বরূপ, *পঞ্চায়েত* , সমবায়, স্কুল, লাইব্রেরি), প্রায়শই রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে যোগাযোগের প্রথম বিন্দু হয় (এবং অবশ্যই, তাদের থেকে সুবিধার একটি অসম পরিমাণে ভাগ করে নেয়) এবং প্রায়শই গ্রামে আধা-বিচারিক ক্ষমতা ধরে রাখতে থাকে।

3. আয়

ভারতে আয়ের কোনো সরকারি পরিসংখ্যান নেই। ভাল পরিসংখ্যানগত কারণে, ভারতে দারিদ্র্যের সরকারী পরিমাপ আয়ের পরিবর্তে খরচের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। যাইহোক, বৈষম্য অধ্যয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সমস্যাযুক্ত কারণ একই পরিসংখ্যান প্রায়শই আয় বৈষম্য সম্পর্কে কথা বলতে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু উচ্চ আয় একটি বৃহত্তর সঞ্চয় অনুপাতের সাথে যুক্ত, সেহেতু খরচের বৈষম্য আয় বৈষম্যের তুলনায় যথেষ্ট কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কৃষক অর্থনীতিতে পরিবারের আয় অনুমান করা সহজ নয়। যেহেতু পরিবার-ভিত্তিক স্ব-কর্মসংস্থান বা অনানুষ্ঠানিক মজুরি কর্মসংস্থান এই জাতীয় অর্থনীতিতে আয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্স, তাই বেশিরভাগ পরিবারের কাছে তাদের মালিকানাধীন উদ্যোগে (তাদের খামার সহ) তাদের আয় বা ব্যয়ের কোনও রেকর্ড নেই। প্রদত্ত যে এই পরিবারগুলি যা উত্পাদন করে তার একটি বড় অংশ স্ব-ব্যবহার করে এবং তারা যা উত্পাদনে ব্যবহার করে তার একটি বড় অংশ স্ব-উত্পাদিত হয়, তাদের আয়ের হিসাব করা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। আয়ের অ্যাকাউন্টিং এবং তাদের অনুমান করার জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো বিকাশের সবচেয়ে সতর্ক প্রচেষ্টাটি ভারতে কৃষি সম্পর্ক প্রকল্পের অংশ হিসাবে করা হয়েছিল।

আমাদের সমীক্ষা গ্রামের আটটি থেকে তথ্য ব্যবহার করা একটি গবেষণাপত্রে, আমরা দেখিয়েছি যে শীর্ষ দশ শতাংশ পরিবার এই গ্রামের আয়ের 54 শতাংশেরও বেশি, যেখানে নীচের অর্ধেক পরিবারের আয়ের মাত্র 11 শতাংশ। এই গ্রামগুলির জন্য একত্রে, গিনি সহগ, একটি অনুপাত যা 0 থেকে 1 পর্যন্ত বৈষম্য বাড়লে, ছিল 0.59 (*স্বামীনাথন এবং রাওয়াল, 2011*)। এটি সবচেয়ে খারাপ জাতীয় স্তরের জিনি সহগগুলির সাথে তুলনা করে যা আমরা বিশ্বের যেকোনো দেশের জন্য খুঁজে পেতে পারি। প্রদত্ত যে এগুলি কেবল কয়েকটি গ্রাম, এবং আমরা গ্রামীণ শহুরে বৈষম্যকে বিবেচনায় নিচ্ছি না, এই সম্ভাবনার দিকে নির্দেশ করে যে আমরা যে কোনও জায়গায় বিদ্যমান বৈষম্যের সর্বোচ্চ স্তরের কথা বলছি।

গ্রামীণ ভারতে বেশিরভাগ পরিবারের আয়ের হার খুবই খারাপ। দশটি গ্রামের আয়ের একটি তুলনামূলক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে আয়ের মাঝারি মাত্রা প্রতিদিন মাথাপিছু $0.28 এবং মাথাপিছু $0.95 এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে। সবচেয়ে দরিদ্রতম বিশটি পরিবারের গড় আয় প্রতিদিন মাথাপিছু $-০.১২ (অর্থাৎ তাদের নেতিবাচক আয় ছিল) এবং মাথাপিছু $0.26 এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়। কৃষি থেকে আয় বিশেষত কৃষকদের একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য নগণ্য ছিল। শুধুমাত্র একটি গ্রাম বাদে, প্রতিটি গ্রামে আমরা অধ্যয়ন করেছি, কৃষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অনুপাত (5 থেকে 42 শতাংশের মধ্যে, এই গ্রামের নয়টি দেখে) প্রকৃতপক্ষে জরিপ বছরে কৃষিতে ক্ষতি হয়েছে।

বিপরীতে, প্রায় প্রতিটি গ্রামের শীর্ষ পরিবারেরই যথেষ্ট আয় ছিল। আমরা যে নয়টি গ্রামে অধ্যয়ন করেছি, সেখানে সর্বোচ্চ আয় প্রায় $9 মাথাপিছু দৈনিক থেকে মাথাপিছু $97 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে।

আয়ের বৈষম্য বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্ণের আয়ের তীব্র বৈষম্যের সাথে জড়িত। আমরা যে গ্রামে জরিপ করেছি, সেখানে জমির মালিক, বড় পুঁজিবাদী কৃষক এবং ধনী কৃষকদের আয় ছিল সবচেয়ে বেশি যেখানে দরিদ্র কৃষক এবং ভাড়া করা কায়িক শ্রমিকদের আয় ছিল সবচেয়ে কম। প্রতিটি গ্রামে, দলিত, *আদিবাসী* এবং মুসলিম পরিবারের বর্ণ হিন্দু পরিবারের তুলনায় যথেষ্ট কম আয় রয়েছে (*স্বামীনাথন এবং রাওয়াল, 2014*)।

আমাদের অধ্যয়ন করা কয়েকটি গ্রামের উদাহরণ ব্যবহার করে আমি এটিকে ব্যাখ্যা করি। অনন্তভারম (*অন্ধ্র প্রদেশ, 2005-06*), গড় বার্ষিক আয় ছিল রুপি। দলিত পরিবারের জন্য 30690, রুপি। মুসলিম পরিবারের জন্য 17728 এবং Rs. বর্ণ হিন্দু পরিবারের জন্য 93727। হারেভলিতে (পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, 2005-06), গড় বার্ষিক আয় ছিল রুপি। দলিত পরিবারের

জন্য 27540, রুপি। 34251 মুসলিম পরিবারের জন্য এবং Rs. 109557 বর্ণ হিন্দু পরিবারের জন্য \(*রামচন্দ্রন ইত্যাদি, 2010*) [2006 এবং 2009 এর মধ্যে, বিনিময় হার ছিল প্রায় রুপি। 45 থেকে এক মার্কিন ডলার।] আমরা সমীক্ষা করেছি এমন প্রতিটি গ্রামে একই রকম বৈষম্য দেখা যায়।

গুলাবেওয়ালা (রাজস্থান, 2007-08) এর জন্য একটি শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখায় যে একজন ভাড়া করা ম্যানুয়াল শ্রমিক পরিবারের গড় বার্ষিক আয় ছিল রুপি। 26059 যখন সবচেয়ে ধনী শ্রেণীর, বড় পুঁজিবাদী কৃষকদের আয় ছিল রুপির বেশি। 2 মিলিয়ন. রেওয়াসিতে (*রাজস্থান, 2009-10*) ভাড়া করা ম্যানুয়াল শ্রমিকদের গড় বার্ষিক আয় ছিল রুপি। 74027 এবং ভাড়া করা ম্যানুয়াল শ্রমিকদের সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণীর গড় আয় ছিল Rs. 76990 যখন গড় বার্ষিক আয় জমিদার এবং গ্রামীণ ধনী পরিবারের ছিল Rs. 809273 (*রাওয়াল এবং রামচন্দ্রন, 2013*)।

2005 এবং 2012 এর মধ্যে আমরা সমীক্ষা করেছিলাম এমন প্রতিটি গ্রামে একই রকম বৈষম্য দেখা যায়।

4. কর্মসংস্থান

আয় বৈষম্য ভূমি এবং অন্যান্য ধরনের উৎপাদনশীল পুঁজির অ্যাক্সেস এবং অ-কৃষি কর্মসংস্থানের বিভিন্ন উত্সগুলিতে অ্যাক্সেসের বৈষম্য থেকে উদ্ভূত হয়। "অন্যান্য বর্ণের" অন্তর্গত ভূমি মালিক এবং পুঁজিবাদী কৃষকদের কেবল উচ্চ এবং আরও বেশি উত্পাদনশীল জমিই নেই, তারা অকৃষি ব্যবসারও মালিক এবং আনুষ্ঠানিক-খাতের বেতনভুক্ত কর্মসংস্থান দখল করে। অন্যদিকে, নৈমিত্তিক কায়িক মজুরি হল *দলিত* , *আদিবাসী* এবং মুসলমানদের অকৃষি আয়ের প্রধান উৎস।

শ্রমবাজারে বিভাজন - যারা সংগঠিত ক্ষেত্রে (সরকারি চাকরি সহ) লাভজনক বেতনের কর্মসংস্থানকে কোণঠাসা করতে সক্ষম এবং যারা শুধুমাত্র অসংগঠিত ক্ষেত্রে (সাধারণত নৈমিত্তিক, এবং খামারে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই ম্যানুয়ালি কাজ পেতে পারে) তাদের মধ্যে -খামার) - অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নৈমিত্তিক কায়িক শ্রমের মজুরি কম, এবং সাধারণত সংবিধিবদ্ধ ন্যূনতম মজুরি থেকেও কম (*জোস, 2013* ; *উসামি, 2011*)। নৈমিত্তিক ম্যানুয়াল কর্মসংস্থানের উপর নির্ভরশীল গ্রামীণ কর্মীরা ব্যাপকভাবে কম বেকারত্বের সম্মুখীন হয় (*ধর, 2013* ; *রাওয়াল, 2006*)।

নৈমিত্তিক শ্রম বাজারে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইন যা কর্মসংস্থানের অ্যাক্সেসকে ভাগ করে তা হল লিঙ্গ। একজন গড় পুরুষ শ্রমিক একজন গড় মহিলা শ্রমিকের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে বেশি দিন কর্মসংস্থান এবং উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি মজুরি পান।

উদাহরণ স্বরূপ, অনন্তভারম (*অন্ধ্র প্রদেশ, 2005-06*), একজন গড় পুরুষ ভাড়া করা কর্মী 106 দিন কাজ করেছেন যেখানে একজন গড় মহিলা ভাড়া করা কর্মী মাত্র 65 দিন কাজ করেছেন। রেওয়াসিতে (*রাজস্থান, 2009-10*), গড়ে একজন পুরুষ ভাড়া করা কর্মী 105 দিন কাজ করেছেন যেখানে একজন মহিলা ভাড়া করা শ্রমিক 73 দিন কাজ করেছেন (*ধর, 2013*)। পুরুষ শ্রমিকরা অ-কৃষি নৈমিত্তিক শ্রমে বেশি কর্মসংস্থান খুঁজে পায়, যার বেশিরভাগই গ্রামের বাইরে অবস্থিত, অন্যদিকে মহিলা শ্রমিকরা, যাদের বেশিরভাগের চলাফেরায় গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ, প্রাথমিকভাবে কৃষিতে কাজ করে। গ্রামীণ ভারতে পুরুষ ও মহিলা মজুরি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের স্তর এবং উপার্জনের মধ্যে বৈষম্যের জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

নৈমিত্তিক শ্রম বাজারে মজুরি যে কাজের জন্য শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয় তার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়। যে কৃষি কাজের জন্য নারী শ্রমিকদের নিয়োগ দেওয়া হয় সেসব কাজের তুলনায় পুরুষ শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়া হয়। একই কাজের জন্য একজন পুরুষের তুলনায় একজন মহিলা শ্রমিকের কম মজুরি দেওয়াও অস্বাভাবিক নয়। উদাহরণস্বরূপ, অনন্তভারম (*অন্ধ্রপ্রদেশ, 2005-06*), ধান ক্ষেতে নিড়ানি দেওয়ার জন্য দৈনিক মজুরি ছিল রুপি। মহিলা কর্মীদের জন্য 30-35 কিন্তু রুপি। পুরুষ কর্মীদের জন্য 50-70 (*রামচন্দ্রন এট আল।, 2010*)। প্রতিটি গ্রামে আমরা অধ্যয়ন করেছি, কৃষিতে গড় দৈনিক উপার্জন পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের জন্য কম ছিল। আমাদের অধ্যয়ন গ্রামের এগারোটির মধ্যে সাতটিতে, মহিলাদের জন্য কৃষিতে গড় দৈনিক মজুরি ছিল পুরুষদের অনুরূপ গড়ের 70 শতাংশের কম।

গত বিশ বছরে কৃষি মজুরি শ্রমবাজারে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে তা হল সময়-মূল্যায়িত কাজ থেকে নৈমিত্তিক পিস-রেটেড কাজে স্থানান্তর। বিশেষ করে যে সকল কাজে নারী কর্মী নিয়োগ করা হয় সেই ক্ষেত্রে এটি ঘটে। জমি তৈরি, বপন এবং রোপণ, আগাছা, উদ্ভিদ সুরক্ষা রাসায়নিক প্রয়োগ, ফসল কাটা, বাছাই এবং মাড়াইয়ের মতো কাজগুলি ক্রমবর্ধমান হারে করা হচ্ছে। যান্ত্রিকীকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে টাইম-রেট থেকে পিস-রেটে স্থানান্তর করা সহজতর হয়েছে, যা শ্রমিকদের দ্বারা করা কাজের গুণমানের উপর নির্ভর না করে কাজের গুণমানকে প্রাথমিকভাবে মেশিন নির্ভর করে তোলে। পিস-রেটে স্থানান্তর শ্রমিকদের মধ্যে সংহতি ভেঙে দেয়, মানব শ্রমকে খণ্ডিত করে এবং মজুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।

দুটি ধরণের কাজ রয়েছে যেখানে পিস-রেটেড কাজ নিয়োগকারীদের জন্য বিশেষভাবে সুবিধাজনক। তুলা বাছাইয়ের মতো কাজগুলিতে, যেখানে কাজ সহজেই খণ্ডিত হয় এবং একজন কর্মী দ্বারা বাছাইয়ের ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করা হয়, এটি মহিলা কর্মীদের সংগঠিত করতে সহায়তা করে যারা তাদের ঘরোয়া এবং অন্যান্য দায়িত্বের কারণে পুরো সময় কাজ করতে পারে না। প্রদত্ত যে এই ধরনের শ্রমের একটি বিশাল উদ্বৃত্ত রিজার্ভ আর্মি রয়েছে, পিস-রেট ন্যূনতম খরচে এটিকে ট্যাপ করার নমনীয়তা প্রদান করে। মহিলারা প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা কাজ করতে পারে, এটি তাদের ঘরোয়া কাজের সাথে

একত্রিত করে এবং তারা যে পরিমাণ বাছাই করে তার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়। এবং যেহেতু এটি পরিবারের একটি "অতিরিক্ত আয়", একজন সদস্য দ্বারা আনা হয় যাকে পূর্ণ-সময়ের কর্মী হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, এমনকি কম অর্থপ্রদানও গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয়ত, যেসব কাজে কর্মজীবী বয়সী পুরুষদের পিস-রেটেড চুক্তির অধীনে নিযুক্ত করা হয় ওভারওয়ার্ক, সেখানে বৃদ্ধ, মহিলা এবং তাদের পরিবারের শিশুদের অতিরিক্ত অবৈতনিক শ্রম কাজ শেষ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে, এই ধরনের অবৈতনিক শ্রম সংগ্রহ করার ক্ষমতা একজন পুরুষ শ্রমিকের জন্য এই ধরনের কর্মসংস্থান পাওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা (*Rawal, 2006*)।

5. নব্য-উদারবাদী বিশ্বায়ন এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য

ভারত 1991 সাল থেকে ক্রমান্বয়ে উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের নীতি গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ ভারতে, 1991 সাল থেকে সময়কাল বিনিয়োগ, ঋণ, ভর্তুকি এবং সম্প্রসারণের আকারে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় প্রগতিশীল পতনের সাথে যুক্ত। এছাড়াও, 1995 সালে ভারত ডব্লিউটিওতে যোগদানের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যথেষ্ট উদারীকরণ করা হয়েছিল।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে এসব নীতির প্রভাব নিয়ে বেশ কয়েকজন পণ্ডিত আলোচনা করেছেন । বিপুল সংখ্যক বিষয় জড়িত থাকায়, আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না। যাইহোক, এই আলোচনা শেষ করার উপায়, আমি সংক্ষেপে দুটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন আলোচনা করতে চাই.

- অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের নীতিগুলির প্রভাব কী হয়েছে ?

এবং

- নব্য-উদারবাদী বিশ্বায়নের বিরোধিতাকারী আন্দোলনগুলির জন্য এটি কী শিক্ষা দেয় ?

গ্রামীণ ভারতে উপলব্ধ সীমিত সরকারী পরিসংখ্যানগুলি দেখায় যে অর্থনৈতিক সংস্কারের সময়কালে কৃষি জমির অ্যাক্সেস, সম্পত্তির মালিকানা এবং গ্রামীণ পরিবারের ভোগ ব্যয়ে বৈষম্যের একটি স্বতন্ত্র এবং উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে (*জয়দেব এবং অন্যান্য। , 2007* ; *মহেন্দ্র দেব এবং রবি,* 2008 , 2013 , *2014* ; অর্থনৈতিক জীবনের এই সমস্ত দিকগুলিতে, বর্ণ, শ্রেণী এবং লিঙ্গ ভেদে বৈষম্য প্রসারিত হয়েছে।

দুটি ধরণের রাজনৈতিক-অর্থনীতি প্রক্রিয়া রয়েছে যা গ্রামীণ ভারতে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের জন্য অবদান রেখেছে।

- প্রথমত, কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রত্যাহার নির্বাচনমূলক এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দরিদ্রদের প্রভাবিত করে। প্রভাবশালী কৃষিজীবী শ্রেণীর স্বার্থ এবং নিওলিবারাল এজেন্ডার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয় এই প্রভাবশালী গ্রামীণ শ্রেণীর প্রতি সমর্থন বজায় রাখার (এবং কখনও কখনও এমনকি শক্তিশালী করার) দ্বারা এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের দেওয়া সুরক্ষা হ্রাস করে। কৃষিতে প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক-খাতের ঋণের সংকোচন ক্রেডিট বিতরণে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের সাথে জড়িত, যার সাথে ঋণের একটি বড় অংশ বড় কৃষকদের কাছে যায় (*চ্যাভান, 2007* ; *রামচন্দ্রন এবং স্বামীনাথন, 2005* ; *রামকুমার এবং চ্যাভান, 2007*)। ভর্তুকিযুক্ত ইনপুট, যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সহায়তার সামগ্রিক স্তর হ্রাস পেয়েছে। তবে যা অবশিষ্ট আছে, এই পরিষেবাগুলি আরও বেশি করে জমিদার এবং বড় পুঁজিবাদী কৃষকরা দখল করে, যখন কৃষকদের দরিদ্র অংশগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে প্রান্তিক হয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ বাজারের উদারীকরণ - বিশেষ করে, সার এবং ডিজেলের মূল্য নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ হ্রাস - সম্পদ দরিদ্র কৃষকদের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মূল্য সমর্থন এবং জনসাধারণের সংগ্রহ শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী কৃষিজীবী শ্রেণীকে বেছে বেছে প্রদান করা হয় না, বছরগুলিতে যখন সরকার খাদ্যশস্যের বড় মজুদ জমা করে, তারা এমনকি খোলা বাজারে দাম কমিয়ে দেয় যেখানে কৃষকদের দরিদ্র অংশগুলি তাদের পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রীয় সমর্থনে অসম অভিগম্যতা এবং জমি ও অন্যান্য সম্পদের (যেমন সেচের জল) উপর তাদের প্রভাবশালী নিয়ন্ত্রণের ফলে, প্রভাবশালী গ্রামীণ শ্রেণীগুলি কৃষি থেকে যথেষ্ট আয় পেতে সক্ষম হয় এমনকি যখন অধিকাংশ কৃষকের কৃষি আয় কমে যায়।
- দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উদারীকরণ শহুরে অর্থনীতিতে ধনীদের জন্য সুযোগ উন্মুক্ত করেছে এবং গ্রামীণ ধনীরা তাদের সুবিধা গ্রহণ করেছে। গত দুই দশকে, জমিদার এবং বড় পুঁজিবাদী কৃষকরা শহুরে অর্থনীতিতে নতুন ভিত্তি তৈরি করেছে, তাদের পরিবারের কিছু অংশ শহরাঞ্চলে চলে গেছে এবং সেখানে ব্যবসা স্থাপন করেছে। তাদের গ্রামীণ জমির ভিত্তি, বিভিন্ন আকারে পুঞ্জীভূত পুঁজি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তারা নাগরিক চুক্তি, নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট, পরিবহন এবং কৃষি বাণিজ্যের মতো ব্যবসায় প্রবেশ করেছে। সামাজিক ও উন্নয়ন ব্যাংকিং প্রত্যাহার করে শূন্যস্থান পূরণ করতে জমিদার ও অন্যান্য গ্রামীণ ধনীদের সুদখোর অর্থঋণ প্রসারিত হয়েছে।

গ্রামীণ ভারত থেকে পাওয়া প্রমাণগুলি এই থিসিসকে সমর্থন করে না যে নব্য-উদারবাদী বিশ্বায়ন স্বল্প-উন্নত অর্থনীতিতে কৃষকদের সমানভাবে বঞ্চিত করে। আরও অসম বৈশ্বিক বিশ্বব্যবস্থা তৈরির পাশাপাশি, নয়া-উদারবাদী বিশ্বায়ন স্বল্প-উন্নত অর্থনীতির মধ্যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বকেও তীক্ষ্ণ করে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে নয়া-উদারবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এটি বিবেচনায় নিতে হবে এবং এইভাবে, জমিদারিত্ব, বর্ণবৈষম্য এবং লিঙ্গ বৈষম্য সহ সমস্ত ধরণের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে একত্রিত হতে হবে যা আমরা গ্রামীণ ভারতে দেখতে পাই। আজ. স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে এই সংগ্রামগুলিকে একত্রিত করা না হলে, বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনগুলি ভূস্বামী এবং দেশীয় বুর্জোয়াদের প্রভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার ঝুঁকি চালায়, যাদের শ্রেণী-স্বার্থ অগত্যা সেই শক্তিগুলির সাথে বিরোধী নয় যেগুলির বিরুদ্ধে এই আন্দোলনগুলি সংগ্রাম করার লক্ষ্য রাখে।

এই গবেষণাপত্রে প্রকাশিত মতামত লেখকের, এবং অগত্যা যে সংস্থাগুলির সাথে তিনি যুক্ত আছেন তাদের মতামত প্রতিফলিত করে না।

বিকাশ রাওয়াল নতুন দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইকোনমিক স্টাডিজ অ্যান্ড প্ল্যানিংয়ের সহযোগী অধ্যাপক।

এই নিবন্ধটি 2 জুন 2014 এর AGTER থিম্যাটিক সভায় উপস্থাপন করা হয়েছিল।

[1] এই বিতর্কগুলির একটি সারসংক্ষেপ Ramchandran and Rawal (2010) এ দেখা যায়। ভারতীয় কৃষিতে বাণিজ্য উদারীকরণের প্রভাব সম্পর্কে, দেখুন ঘোষ (2005)।

গ্রন্থপঞ্জি

আগরওয়াল, বি. (1988), কে বপন করে ? কে কাটে ? ভারতে নারী ও জমির অধিকার, দ্য জার্নাল অফ পিজেন্ট স্টাডিজ, 15(4), 531-581

আগরওয়াল, বি. (1994), নিজের একটি ক্ষেত্র: দক্ষিণ এশিয়ায় লিঙ্গ এবং জমির অধিকার, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস

আপু, পিএস (1996), ভারতে ভূমি সংস্কার: নীতি, আইন ও বাস্তবায়নের একটি সমীক্ষা, বিকাশ পাবলিশিং হাউস, দিল্লি

বকশী, এ. (2008), ভারতে জমির মালিকানায় সামাজিক অসমতা: পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ উল্লেখ সহ একটি গবেষণা, সামাজিক বিজ্ঞানী, 36(9/10), pp.95-116। [www.jstor.org/stable/27651820]

চ্যাভান, পি. (2007), ব্যাঙ্ক ক্রেডিট অ্যাক্সেস: দলিত গ্রামীণ পরিবারের জন্য প্রভাব, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাপ্তাহিক, পৃষ্ঠা 3219-3224

ধর, নীলাদ্রি সেখর (নবপ্রীত কৌরের সাথে) (2013), ভারতে গ্রামীণ কর্মহীনতার বৈশিষ্ট্য: নয়টি গ্রামের প্রমাণ, কৃষি গবেষণার পর্যালোচনা, 3(1)

ঘোষ, জে. (2005), কৃষিতে বাণিজ্য উদারীকরণ: ভারতের বিশেষ রেফারেন্স সহ প্রভাব এবং নীতি কৌশলগুলির একটি পরীক্ষা, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অফিস অকেশনাল পেপার 2005(12)। [hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2005_ghosh_jayati_12.pdf]

জয়দেব, এ., এস. মতিরাম, এবং ভি. ভাকুলভরম (2007), উদারীকরণ যুগে ভারতে সম্পদের বৈষম্যের ধরণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাপ্তাহিক, সেপ্টেম্বর

Jose, AV (2013), গ্রামীণ শ্রমিকদের মজুরি এবং উপার্জনের পরিবর্তন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাপ্তাহিক, 48(26-27)

মহেন্দ্র দেব, এস. এবং সি. রবি (2007), দারিদ্র্য এবং অসমতা: সর্বভারতীয় এবং রাজ্য, 1983-2005, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাপ্তাহিক, ফেব্রুয়ারি 10

রামচন্দ্রন, ভিকে এবং ভি. রাওয়াল (2010)। ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের প্রভাব, গ্লোবাল লেবার জার্নাল, 1(1), পৃষ্ঠা. 56-91, [digitalcommons.mcmaster.ca/globallabour/vol1/iss1/5]

রামচন্দ্রন, ভি কে, ভি. রাওয়াল, এবং এম. স্বামীনাথন (2010), অন্ধ্রপ্রদেশের তিনটি গ্রামের আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা: কৃষি সম্পর্কের একটি অধ্যয়ন, তুলিকা বই, নতুন দিল্লি

রামচন্দ্রন, ভিকে এবং এম. স্বামীনাথন (সম্পাদনা) (2005), ভারতে আর্থিক উদারীকরণ এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং, তুলিকা বই, নতুন দিল্লি

রামচন্দ্রন, ভিকে এবং এম. স্বামীনাথন (সম্পাদনা) (2014), গ্রামীণ অর্থনীতিতে দলিত পরিবার, কৃষি গবেষণা, তুলিকা বই, নতুন দিল্লি

রামকৌমার, আর. এবং পি. চ্যাভান (2007), 2000-এর দশকে কৃষি ঋণের পুনরুজ্জীবন: একটি ব্যাখ্যা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাপ্তাহিক, 42(52), পৃষ্ঠা. 57-64

Rao, N. (2008), Good Women Do not Inherit Land: Politics of Land and Gender in India, Berghahn Books

রাও, এন. এবং এল. রুরুপ (1997), একটি সঠিক: প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীবিকা নিরাপত্তার উপর মহিলাদের মালিকানা, ফ্রেডরিখ-এবার্ট-স্টিফটুং, নতুন দিল্লি

রাওয়াল, ভি. (2006), গ্রামীণ হরিয়ানায় শ্রম প্রক্রিয়া (ভারত): দুটি গ্রামের একটি ফিল্ড রিপোর্ট, জার্নাল অফ অ্যাগ্রেরিয়ান চেঞ্জ, 6(4)

রাওয়াল, ভি. (2008), গ্রামীণ ভারতে জমির মালিকানা: রেকর্ড সোজা রেখে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাপ্তাহিক, 43(10), পৃষ্ঠা 43-47

রাওয়াল, ভি. (2009), অর্থনৈতিক নীতি, ভাড়াটে সম্পর্ক এবং পরিবারের আয়: ভারতের তিনটি নির্বাচিত গ্রামের অন্তর্দৃষ্টি, মিমিও

রাওয়াল, ভি. (2013, জুলাই-ডিসেম্বর)। গ্রামীণ ভারতে জমির অপারেশনাল হোল্ডিং বন্টনের পরিবর্তন। কৃষি গবেষণার পর্যালোচনা, 3(2)। [www.ras.org.in/changes_in_the_distribution_of_operational_landhold